উচ্চমাধ্যমিক, আলিম, উচ্চমাধ্যমিক (ভোকেশনাল), উচ্চমাধ্যমিক (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) ও ডিপ্লোমা ইন কমার্স পরীক্ষার ফল প্রকাশ-২০২১

উপস্থিত সুপ্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ

আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল।

সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বরাবরের মত এবারও ফল প্রকাশের দিন তাঁর অসম্ভব ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের সময় দিয়েছেন। আমরা সমগ্র শিক্ষা পরিবার তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, প্রতিবছর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে উচ্চমাধ্যমিক, আলিম, উচ্চমাধ্যমিক (ভোকেশনাল), উচ্চমাধ্যমিক (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) ও ডিপ্লোমা ইন কমার্স পরীক্ষা শুরু হয় এবং মূল্যায়ন শেষে জুলাই মাসে ফল প্রকাশিত হয়ে থাকে। এ বছর কোভিড-১৯ জনিত অতিমারীর কারণে সময়মত পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হওয়ায় গ্রুপভিত্তিক তিনটি নৈর্বাচনিক বিষয়ে ছয় পত্রে পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাস, সংক্ষিপ্ত সময় এবং নম্বর বন্টনে পরিবর্তন এনে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ০২ ডিসেম্বর শুরু হয়ে ৩০ ডিসেম্বর এ পরীক্ষা শেষ হয় এবং মূল্যায়ন শেষে আজ ১৩ ফেব্রুয়ারি ফল প্রকাশ হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কলেজ প্রশাসন, জেলা ও মাঠ প্রশাসন, পুলিশ, গোয়েন্দা সংস্থা, বিটিআরসি, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তরসমূহ, কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রত্যবেক্ষক, প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক, নিরীক্ষক এবং বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমে পরীক্ষার সার্বিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। আজ ফল প্রকাশের দিন সবাইকে আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এ পর্যায়ে ২০২১ সালের উচ্চমাধ্যমিক, আলিম, উচ্চমাধ্যমিক (ভোকেশনাল), উচ্চমাধ্যমিক (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) ও ডিপ্লোমা ইন কমার্স পরীক্ষার ফলাফলের উল্লেখযোগ্য কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরছি।

সকল বোর্ডের তথ্য

(০৯ টি সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড)

বিবরণ	২০২১	২০২০
মোট পরীক্ষার্থী	১৪,০৩,২৪৪	১৩,৬৭,৩৭৭
অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী	১৩,৭১,৬৮১	১৩,৬৭,৩৭৭
উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী	১৩,০৬,৭১৮	১৩,৬৭,৩৭৭
পাসের শতকরা হার	৯৫.২৬	১০০%
জিপিএ ৫ এর সংখ্যা	১,৮৯,১৬৯	১,৬১,৮০৭
জিপিএ ৫ এর শতকরা হার	১৩.৭৯%	১১.৮৩%
১০০% উত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠান	১,৯৩৪	৯,০৬৩
০% উত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠান	৫	০
কেন্দ্র সংখ্যা	২,৬২১	-
প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	৯,১১১	৯,০৬৩

০৯ টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের তথ্য

বিবরণ	২০২১	২০২০
মোট পরীক্ষার্থী	১১,৪০,৬৮০	১১,৪৫,৩২৯
অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী	১১,১৫,৭০৫	১১,৪৫,৩২৯
উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী	১০,৬৬,২৪২	১১,৪৫,৩২৯

পাসের শতকরা হার	৯৫.৫৭%	১০০%
জিপিএ ৫ এর সংখ্যা	১,৭৮,৫২২	১,৫৩,৬১৪
জিপিএ ৫ এর শতকরা হার	১৬.০০%	১৩.৪১%
১০০% উত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠান	৭৩৬	৪,৫৩৯
০% উত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠান	৫	০
কেন্দ্র সংখ্যা	১,৫১৫	-
প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	৪,৫৮৫	৪,৫৩৯

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের তথ্য

বিবরণ	২০২১	২০২০
মোট পরীক্ষার্থী	১,১৩,১৬৭	৮৮,৩০২
অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী	১,০৬,৫৭৯	৮৮,৩০২
উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী	১,০১,৭৬৮	৮৮,৩০২
পাসের শতকরা হার	৯৫.৪৯%	১০০%
জিপিএ ৫ এর সংখ্যা	৪৮৭২	৪,০৪৮
জিপিএ ৫ এর শতকরা হার	৪.৫৭%	৪.৫৮%
১০০% উত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠান	১,০০৩	২,৬৮৪
০% উত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠান	০	০
কেন্দ্র সংখ্যা	৪৪৭	-
প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	২,৬৯১	২,৬৮৪

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের তথ্য

বিবরণ	২০২১	২০২০
মোট পরীক্ষার্থী	১,৪৯,৩৯৭	১,৩৩,৭৪৬
অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী	১,৪৯,৩৯৭	১,৩৩,৭৪৬
উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী	১,৩৮,৭০৮	১,৩৩,৭৪৬
পাসের শতকরা হার	৯২.৮৫%	১০০%
জিপিএ ৫ এর সংখ্যা	৫,৭৭৫	৪,১৪৫
জিপিএ ৫ এর শতকরা হার	৩.৮৭%	৩.১০%
১০০% উত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠান	১৯৫	১৮৪০
০% উত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠান	০	০
কেন্দ্র সংখ্যা	৬৫৯	-
প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	১৮৩৫	১,৮৪০

০৯ টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের গ্রুপভিত্তিক তথ্য

গ্রুপ	পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী	পাসের হার	জিপিএ ৫
বিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি	২,৫১,০৬৮	২,৩৬,৩৯৪	৯৪.১৬%	১,২০,২৩০
মানবিক, ইস.শিক্ষা, সংগীত	৬,৪২,৩১৪	৬,২২,৬৩১	৯৬.৯৪%	৪১,৩৭৩
ব্যবসায় শিক্ষা	২,২২,৩২৩	২,০৭,২১৭	৯৩.২১%	১৬,৯১৯
মোট	১১,১৫,৭০৫	১০,৬৬,২৪২	৯৫.৫৭%	১,৭৮,৫২২

বিদেশ কেন্দ্রের তথ্য

বিবরণ	২০২১
অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী	২৬৭
উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী	২৬৪
পাসের শতকরা হার	৯৮.৮৮%
জিপিএ ৫	৯২
মোট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৮
মোট কেন্দ্রের সংখ্যা	৮

❖ পরীক্ষা সুচারুভাবে সম্পন্নের ক্ষেত্রে গৃহীত কিছু ব্যবস্থা আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি:

- এ বছর শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে অনলাইনে ফরম পূরণ করেছে।
- বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এ-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- পরীক্ষার্থীদের মধ্যকার সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে বিজ্ঞান বিভাগ, মানবিক বিভাগ, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের পরীক্ষার্থীদের একই সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ না করে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।
- ২০২১ সালের সংশোধিত ও পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাসে গ্রুপভিত্তিক ০৩ (তিন) টি নৈর্বাচনিক বিষয়ে ০৬ (ছয়) টি পত্রে পরীক্ষা হয়।
- বাংলা, ইংরেজি ও আইসিটিসহ অবশিষ্ট বিষয়সমূহের নম্বর এসএসসি/সমমান ও জেএসসি/জেডিসি থেকে সাবজেক্ট ম্যাপিং এর মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জেএসসি/সমমানের ২৫% এবং এসএসসি/সমমানের ৭৫% নম্বর বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।
- চতুর্থ বিষয়ের ক্ষেত্রে- যে ৩টি নৈর্বাচনিক বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে সে বিষয়গুলো ব্যতীত চতুর্থ বিষয়ের এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এসএসসি/সমমান পরীক্ষার বিষয় ও জেএসসি/জেডিসি পর্যায়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় হতে সাবজেক্ট ম্যাপিং এর মাধ্যমে নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। উদাহরণ-চতুর্থ বিষয় উচ্চতর গণিত এর ক্ষেত্রে এসএসসি/সমমান পরীক্ষার উচ্চতর গণিত ও জেএসসি/জেডিসি এর বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত গড় নম্বর এবং চতুর্থ বিষয় জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এসএসসি/সমমান পরীক্ষার জীববিজ্ঞান ও জেএসসি/জেডিসি এর বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত গড় নম্বর সাবজেক্ট ম্যাপিং এর মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে।
- পরীক্ষার নম্বর ও সময় কমিয়ে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- পরীক্ষা শুরুর ৩০ (ত্রিশ) মিনিট পূর্বে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কক্ষে তার জন্য নির্ধারিত আসন গ্রহণ করেছে।
- ট্রেজারি থেকে নির্দিষ্ট তারিখের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সকল সেট কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
- ট্রেজারি থেকে প্রশ্নপত্র কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়ার জন্য নির্ধারিত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।
- পরীক্ষা শুরুর ২৫মি. পূর্বে SMS এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রশ্নপত্রের সেট কোড জানিয়ে দেয়া হয়েছে।
- কেন্দ্র সচিব ব্যতীত অন্য কেউ মোবাইল ফোন/ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারেনি।
- পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যতীত অন্য কেউই কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারেনি।

❖ বিশেষভাবে সক্ষম (Differently Able) পরীক্ষার্থীদের জন্য গৃহীত বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ:

- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং যাদের হাত নেই এমন প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থী স্ক্রাইব (শ্রুতি লেখক) সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। এ ধরনের পরীক্ষার্থীদের এবং শ্রবণ-প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত ১০ মিনিট সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- প্রতিবন্ধী (অটিস্টিক, ডাউন সিনড্রোম, সেরিব্রাল পালসি) পরীক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় বৃদ্ধিসহ শিক্ষক/অভিভাবক/সাহায্যকারীর বিশেষ সহায়তায় পরীক্ষা প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়েছে।

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অবমূল্যায়ন বা অতিমূল্যায়ন রোধে বোর্ডসমূহ নিম্নলিখিত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করেছে:

- পরীক্ষকদের উত্তরপত্র মূল্যায়নের গুণগতমান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্নের উত্তরমালা সকল প্রধান পরীক্ষককে সরবরাহ করা হয়েছে।
- প্রণীত নমুনা উত্তরমালার আলোকে উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- পরীক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনলাইনে বছরব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু রয়েছে।
- ফলাফলে কোন পরীক্ষার্থী সংক্ষুব্ধ হলে ফল রিভিউ চেয়ে আবেদন করার সুযোগ রয়েছে।

আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বরাবরের মত এবারও সম্পূর্ণ পেপারলেস ফল প্রকাশিত হচ্ছে। বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ই-মেইল ঠিকানায় নির্ধারিত সময়ে ফল পৌঁছে যাবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বোর্ডসমূহ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে পরীক্ষার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ক্রমশ উন্নতির ধারা অব্যাহত রয়েছে। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের স্বপ্নের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির বাংলাদেশ গড়ার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের ইতিবাচক মানসিকতা পোষণ এবং গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। পরীক্ষার্থীদের বলবো, যদি মুল্যবোধ তৈরি না হয় তা হলে শুধু বেশি নম্বর পেয়ে কি হবে, মানবিক গুণে গুণান্বিত হও; চারপাশে তাকাও- মানুষকে ভালোবাসো। নীতি নৈতিকতা নিয়ে বেড়ে ওঠো, স্বদেশ প্রেমে উজ্জীবিত হও, নিঃস্বার্থ চিত্তে মানব কল্যাণে নিবেদিত হও।

অভিভাবকদের প্রতি বিনীত অনুরোধ, আপনার সন্তানকে অসুস্থ প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দিবেন না, স্বার্থপর হিসেবে গড়ে তুলবেন না; দেশের কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হওয়ার শিক্ষা যদি আপনার সন্তান না পায়, মনে রাখবেন এ শিক্ষা অর্থবহ হবে না, শিক্ষার আসল উদ্যেশ্যই বৃথা যাবে।

যাঁরা শিক্ষকতা পেশায় আছেন আপনাদের দায়িত্ব অনেক অনেক বেশি। শিক্ষার গুণগত পরিবর্তনে বিষয়ভিত্তিক মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে আপনাদের ভূমিকাই প্রধান। মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক তৈরির ক্ষেত্রেও আপনারাই রাখতে পারেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

পরিশেষে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও ফল প্রকাশে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আমি সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ ছাড়া পরীক্ষায় কৃতকার্য সকল পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকবৃন্দকে অভিনন্দন। যারা উত্তীর্ণ হতে পারেনি তাদের হতাশ হওয়ার কারণ নেই। আমি আশা করবো তারা নব উদ্যমে পূর্ণ প্রস্তুতিতে আগামীতে পরীক্ষা দিয়ে সফলকাম হবে।

আজকের এ সভায় উপস্থিত থেকে সহযোগিতার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

ডা. দীপু মনি এম.পি.
শিক্ষামন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার